ভোরের কাগজ 147

তারিখ MAY 24 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম

# ‘রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বুকভরে সুবাতাস গ্রহণের জন্য এ আন্দোলন’

## গাছ রক্ষার দাবিতে ওসমানী উদ্যানে মানববন্ধন

কাগজ প্রতিবেদক : ওসমানী উদ্যানের গাছ রক্ষার দাবিতে গতকাল রোববার বৃক্ষ-মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গাছ রক্ষা আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অসংখ্য মানুষ উদ্যানের গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাতে হাত ধরে গাছগুলো বাঁচিয়ে রাখার শপথ নেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তরা বলেন, ওসমানী উদ্যানের গাছগুলো হচ্ছে ঢাকা শহরের ফুসফুস। এই গাছ কেটে শহরের ফুসফুস মেরে ফেলা হলে ঢাকা শহরও মরে যাবে। তারা ওসমানী উদ্যানে সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন, এ সংগ্রাম রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়, বুক ভরে সুবাতাস গ্রহণের সংগ্রাম।

গতকাল বিকালে ওসমানী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে গাছ রক্ষা আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চৌধুরী রফিকুল আজাদ, লেখিকা জুবায়দা গুলশান আরা, এ আন্দোলনের সদস্য ড. আবরার চৌধুরী, ফয়জুল হাকিম লালা, রুহিন হোসেন প্রিন্স, আখতার সোবহান মাসরুর, গোলাম মাহমুদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিএনপি সাংসদ সাদেক হোসেন খোকা ও আমানউল্লাহ আমান, ছাত্রদল সভাপতি হাবিবুন্নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন পিন্টু, জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব মৈত্রীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা বৃক্ষ-মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অসংখ্য মানুষ এই বন্ধন কর্মসূচিতে যোগ দেন। ওসমানী উদ্যানের কামান সংলগ্ন গেট থেকে প্রায় পুরো উদ্যান জুড়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ।

সমাবেশে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ওসমানী উদ্যানের গাছ রক্ষার এ আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য সরকার এখন সংখ্যাতাত্ত্বিক নানা কথা বলছে। তিনি বলেন, উদ্যানে ১১ হাজার গাছই থাকার কথা, না থাকলেও তার দায়দায়িত্বও সরকারের। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, ‘গাছের সংখ্যা কতো আমাদের সেটা বিবেচ্য নয়, অপ্রয়োজনে উদ্যানের একটা গাছও কাটতে দেওয়া হবে না এবং উদ্যান রক্ষা করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘ধীরে ধীরে রাজধানীর সব উদ্যান বেদখল হয়ে এই শহর মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। স্বৈরাচারী সরকারই কেবল গাছ এবং উদ্যান ধ্বংস করতে পারে, গণতান্ত্রিক সরকার এ কাজ কী করে করে?’ তিনি আশা করেন যে আগামী ৫ জুন পরিবেশ দিবসের আগেই সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সরকার উদ্যানের বদলে অন্যত্র সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দেবে।

সমাবেশে কবি শামসুর রাহমান বলেন, ‘গাছ আমাদের বাঁচায়, তাই গাছকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার।’ তিনি বলেন, গাছ বাঁচানোর দাবিতে আন্দোলন করতে হবে এটা অভাবনীয়। এই আন্দোলনে সাফল্য না আসা পর্যন্ত তিনি এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য, গাছ রক্ষা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। এই কর্মসূচি শেষে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।